ক্রিয়তইত্যাহ তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া। পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া ॥ ৭ ॥

শ্লোকোক্ত অপবর্গ শব্দের অর্থ ভক্তি, যেহেতু পঞ্চম স্কন্ধে উনবিংশাধ্যায়ে ভারতবর্ষ বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীপাদ শুকমুনি বলিয়াছেন—এই ভারতবর্ষে যিনি যে বর্ণে আছেন, সেই বর্ণবিহিত ধর্ম্মানুষ্ঠান অপবর্গ হইয়া থাকে, সেই অপবর্গটী কি, তাহারই পরিচয় দিতেছেন—মনোভব, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশশূন্য অবাঙ্‌মনসগোচর সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বভূতাত্মা পরমাত্মা ভগবান্ শ্রীবাসুদেবে যে অহৈতুকভক্তি যোগ, তাহারই নাম অপবর্গ।

সেই ভক্তিযোগটীকে অপবর্গ বলিব কেন? তাহারই হেতু দিতেছেন —"অপবৃজ্যতে অনেন ইতি অপবর্গ" এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে ছেদনার্থ ভ্রজ্ ধাতু করণবাচ্যে অল্‌প্রত্যয় করিয়া অপবর্গ পদটী সাধিত হইয়াছে। জীবের নানাদেহে গতির কারণ জড় ও চেতনে অবিদ্যাজনিতগ্রন্থি। এই ভক্তিযোগে সেই গ্রন্থিটী ছিন্ন হইয়া যায়, এইজন্য অহেতুক ভক্তিযোগের নাম অপবর্গ। কিন্তু যথাবর্ণবিহিত ধর্ম্মানুষ্ঠানেই অহৈতুক ভক্তিযোগের আবির্ভাব হইতে পারে না; তবে ঐ ধর্ম্মটীর অনুষ্ঠান করিতে করিতে যখন মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের পুরুষ অর্থাৎ ভক্তজনের প্রসঙ্গ ঘটিবে, তখনই অহৈতুক ভক্তিযোগের আবির্ভাবের সম্ভাবনা করা যাইতে পারে। পবিত্র ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত থাকিলে মহাপুরুষের প্রসঙ্গ পাইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়াই ঐরূপ উল্লেখ করা হইল। শ্রীভগবানে অহৈতুকীভক্তিই যে মুক্তি, সেই বিষয়ে স্কন্দপুরাণীয়-রেবাখণ্ডের একটী প্রমাণ দিতেছেন—"হে জনার্দ্দন! তোমাতে নিশ্চলা যে ভক্তি, তাহারই নাম মুক্তি। হে বিষ্ণো! যেহেতু তোমার ভক্তগণই যথার্থতঃ মুক্ত"। অতএব উক্ত প্রমাণানুসারে 'আপবর্গস্য' পাদের অর্থ ভক্তি-সম্পাদক, অর্থাৎ ধর্ম্মানুষ্ঠানের মুখ্যফল শ্রীভগবানেষু অহৈতুকী ভক্তিলাভ; এবম্ভুত ধর্ম্মের ফল কখনও অর্থ হইতে পারে না, অর্থাৎ অর্থলাভের জন্য তাদৃশ ধর্ম্মানুষ্ঠান করা উচিত নয়।

এবম্ভুত ধর্ম্মের অব্যভিচারী অর্থের ফল কখনও বিষয়ভোগ হইতে পারে না, অজ্ঞব্যক্তিগণ ইহাই বলিয়া থাকেন। বিষয়ভোগের ফল ইন্দ্রিয়প্রীতিটী কখনও হইতে পারে না, কিন্তু যতটা পরিমাণে বিষয়ভোগে জীবন রক্ষা হয়, ততটা পরিমাণে বিষয়ভোগ করাই কর্ত্তব্য। জীবন ধারণের ও ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা, রাশি রাশি কর্ম্মলভ্য ইহলোকপ্রসিদ্ধ স্বর্গাদিপ্রাপ্তি ফল হইতে পারে না, কিন্তু তত্ত্বজিজ্ঞাসাই জীবনধারণের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাহা হইলে তত্ত্বজ্ঞানই যে ভক্তির অবান্তর ফল, সেই ভক্তিসাধনই সর্ব্বসাধনের মুখ্য ফল।